

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তদ্বির পার্টির ভিড়

॥ হাসিবুর রহমান বিলু ॥

দিনাজপুরের চিকন চাল, চিড়া, বগুড়ার দই, নাটোরের কাঁচাগোলা, গাইবান্ধার রসমালাই আর নগদ নারায়ণসহ উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা থেকে অনেক কিছুই যাচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ঘরে ঘরে। এ খবর এখন উত্তরাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যাপক প্রচারিত।

এইচএসসি পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগে রাজশাহী বোর্ডের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কলেজের যে ২শ' ৮১ জন অধ্যক্ষকে নভেম্বরের প্রথমদিকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে, তাদের অনেকেই চাকরি চিকঠাক রাখতে ভিড় : পৃঃ ১১ কঃ ৪

ভিড় : তদ্বির পার্টি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তদ্বির পার্টির লোকজনরা ঐ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ঘরে ঘরে নিয়ে যাচ্ছে হরেক রকমের পণ্য। অনেকেই আবার রূপচর্চা আর ফ্যাশনের জন্য ভাবি অথবা পুত্র-কন্যাদের জন্য নিয়ে যাচ্ছে প্রতিবেশী দেশ ভারত থেকে চোরাই পথে আসা প্রসাধনী সামগ্রী, কাপড়সহ চাহিদামত অন্যান্য জিনিসপত্র। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একশ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাছে নানা ধরনের উপটোকন পাবার বিষয়টি নতুন কিছু নয়। নিয়মকে অনিয়ম অথবা অনিয়মকে নিয়মে পরিণত করে ঐ মন্ত্রণালয়ের অনেকেই বগুড়ার একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পেয়ে আসছে প্রতি মাসে বিপুল অংকের টাকা, পাঙাশ মাছ, দই, ইদুল ফিতরের আগে ছাগল এমন কি নতুন দামিদামি কম্পিউটারও।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন স্তরের কতিপয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সাথে লেনদেন আছে এমন একজন জানায়, আগেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তর থেকে কাজ বাগিয়ে নেয়ার জন্য নগদ অর্থের সাথে অনেক কিছুই দিতে হয়েছে। কিন্তু নভেম্বরে মাঝামাঝি থেকে যে ভাবে তদ্বির পার্টির লোকজন ব্যাপকভাবে মন্ত্রণালয়ে ও অধিদপ্তরে যাচ্ছে এর আগে এতটা কখনও নজরে আসেনি। এর কারণ হলো সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা অধ্যক্ষদের বেতন ভাতা চালু এবং বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহারের চেষ্টা।